প্রসঙ্গঃ ইটিভি'র ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন বিধি লঙ্ঘন

গত ০৯-০৪-২০০৭ তারিখের নয়াদিগন্ত পত্রিকায় উক্ত শিরোনামের প্রতিবেদনটিতে যে মিথ্যাচার ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল প্রচেষ্টা লুক্কায়িত আছে- পাঠকদের কাছে তার স্বরূপ উন্মোচনের তাগিদ থেকেই এই লেখা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র যেভাবে এক পক্ষ আরেক পক্ষের চরিত্রহরণ কাজে ব্রতী হয়েছে, তাকে ইয়েলো জার্ণালিজম বলা যায় কিনা আমার জানা নেই। অনেকে আবার এসবকে 'তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্টিং' বলে আখ্যায়িত করতে ভালবাসেন। তবে তথ্য বিকৃত করে প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর কোন প্রতিবেদন ছাপিয়ে দেয়া কতটুকু অনুসন্ধানী রিপোর্ট আর কতটুকু রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের রিপোর্ট সে বিচারের ভার জনগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমার বক্তব্যে আসি এবার।

১- প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- **"বিশ্বের কোন দেশে বেসরকারী খাতে টেরিষ্ট্রিয়াল চ্যানেল নেই। এমনকি উদার গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত আমেরিকা বা ব্রিটেনের খ্যাতিমান টিভি চ্যানেল বিবিসি ও সিএনএন'ও তাদের অনুষ্ঠান স্যাটেলাইট মাধ্যমেই সম্প্রচার করে থাকে"**। এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিশ্বের বহু দেশে বহু প্রাইভেট চ্যানেল রয়েছে যারা স্যাটেলাইট সম্প্রচারের পাশাপাশি টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে থাকে। উদাহরণ-

- ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইতালিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশী প্রাইভেট চ্যানেল যারা স্যাটেলাইট সম্প্রচারের পাশাপাশি টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে থাকে। এইসব চ্যানেলের মধ্যে TV7, Italia Uno, ODEON, Cinque Stella, Video Lina, Chennel-5 ইত্যাদি চ্যানেলগুলি মোটামোটি দর্শক নন্দিত চ্যানেল। চ্যানেল ফাইভের মালিক হচ্ছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বার্লোস্কনি।
- ফ্রান্সের টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচারকারী প্রাইভেট চ্যানেলগুলির মধ্যে এ মুহুর্তে TF-1 ও Channel-1 নাম মনে পড়ছে।
- লেবাননের যেসব প্রাইভেট চ্যানেল স্যাটেলাইটের পাশাপাশি টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে LBC, Future ও Al-Manar।
- টিউনিসিয়ায় টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে এরূপ দু'টি প্রাইভেট চ্যানেল হচ্ছে Hannibal ও Neshma।
- MBC নামক মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় চ্যানেলটি টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে থাকে সৌদি আরবের খাফ্‌জি এবং বাহরাইনের মানামা হতে।
- Al-Arabiya নামক জনপ্রিয় সংবাদ চ্যানেলটির টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার স্থান হচ্ছে মানামা। বিবিসি টেলিভিশন বাহরাইন সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে রাজধানী মানামা হতে বহু বছর টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচার করে আসছিল। ২০০৫ সাল থেকে এই সম্প্রচার বন্ধ রয়েছে।
- উপরিউক্ত চ্যানেলগুলি স্ব স্ব দেশের সরকার হতে অনুমতি সাপেক্ষে নিজস্ব টেরিষ্ট্রিয়াল ট্রানসমিটার বসিয়ে কিংবা সরকারী ট্রানসমিটার ভাড়া নিয়ে নিজেদের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সুতরাং দুনিয়ার কোথাও প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের টেরিষ্ট্রিয়াল সম্প্রচারের উদাহরণ কিংবা অনুমতি নেই, এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২- প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে- **"আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) বিধি অনুযায়ী ভিএইচএফ ফ্রিকুয়েন্সী নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এটি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে না"**। এই বক্তব্যটি আংশিক সত্য। আইটিইউ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ করে থাকে- একথা সত্য। তবে সদস্য রাষ্ট্র বরাদ্দকৃত ফ্রিকুয়েন্সী রাষ্ট্রমালিকানাধীন ট্র্যান্সমিটারে ব্যবহার করবে নাকি কোন প্রাইভেট পার্টির কাছে ভাড়া দেবে- তা সদস্য রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। এর উপর আইটিইউর কোনপ্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি নিষেধাজ্ঞা থাকতো তাহলে উপরে যে চ্যানেলগুলির উদাহরণ দেয়া হয়েছে- তার কোনটিই সম্প্রচার করতে পারত না নিশ্চয়ই।

৩- প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- প্রাইভেট পার্টির কাছে **"ইউএইচএফ ফ্রিকুয়েন্সী বরাদ্দ করলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কারণ ইউএইচএফ ফ্রিকুয়েন্সীতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংস্থা যেমন সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়বে এবং নিরাপত্তাজনিত গোপনতাও আর থাকবে না। এজন্যে বিশ্বের কোন দেশ বানিজ্যিকভাবে কোনও টেলিভিশন চ্যানেলকে টেরিষ্ট্রিয়াল সুবিধা প্রদান করে না"**। খাইছে, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর সব অচল হয়ে পড়বে! দেশের নিরাপত্তা বলতে আর কিছু থাকবে না। প্রতিবেদককে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে- ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ইটিভি যখন সেই একই ইউএইচএফ ফ্রিকুয়েন্সীতে সম্প্রচার করে আসছিল তখন কি সেনাবাহিনী বিডিআর প্রভৃতি নিরাপত্তাসংস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল? রাষ্ট্রীয় গোপনতা বিঘ্নিত হয়েছিল? ফ্রান্স, ইতালি, তিউনিসিয়া, লেবানন, সৌদি আরব বা বাহরাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে বজায় থাকে তাহলে? উক্ত চ্যানেলগুলিও যথারীতি ইউএইচএফ ব্যান্ডেই সম্প্রচার করে থাকে। প্রকৃত সত্য হলো এই যে ইউএইচএফ ব্যান্ডের কোন্ কোন্ চ্যানেল সম্প্রচার কার্য্যে ব্যবহৃত হবে, কোন্ চ্যানেল মিলিটারি বা পুলিশ ব্যবহার করবে- অনেক হিসেবপাতি করে আইটিইউ বিশেষজ্ঞরা তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে বাধ্য। কোন দেশই ব্রডকাষ্টের জন্যে নির্ধারিত চ্যানেল মিলিটারি কাজে ব্যবহার করতে পারে না কিংবা মিলিটারি-পুলিশের জন্যে নির্ধারিত জোনে ব্রডকাষ্ট করতে পারে না। বাংলাদেশে ব্রডকাষ্টের জন্যে যে দু'টি ইউএইচএফ চ্যানেল বরাদ্দ আছে, সেই চ্যানেল বাংলাদেশ সরকার বিটিভিকে দেবে, না সাইদ ইস্কান্দারদের স্বপ্নের ইসলামী টিভির কাছে ভাড়া দেবে, সে সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই বাংলাদেশ সরকারের। এখানে আইটিইউ'র কোন বাধানিষেধ যেমন নেই, তেমন নেই তথাকথিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। প্রতিটি সংস্থা যে যার যার নির্ধারিত জোনে স্ব স্ব কর্মকান্ড চালাতে পারে, এক জোন হতে আরেক জোনে ইন্টারফিয়ারেন্সের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভিএইচএফ এর আওতা ৩০ মেগাহার্জ থেকে ৩০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত। এই বিশাল রেঞ্জের সামান্য একটু অংশ এফএম রেডিও ও টিভি সম্প্রচারের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখে বাদবাকী অংশ অন্য সংস্থার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছে আইটিইউ। পক্ষান্তরে ইউএইচএফ ব্যান্ড আরও বিশাল (৩০০ মেগা থেকে ৩০০০ মেগা)। এই বিশাল ব্যান্ডের মধ্য থেকে সামান্য একটু অংশ টেরিষ্ট্রিয়াল টিভি সম্প্রচারের জন্যে বরাদ্দ রেখে বাদবাকী অংশে অন্যান্য সার্ভিস চালানো হয়ে থাকে (পশ্চিম ইউরোপে ইউএইচএফ টিভির আওতা হচ্ছে ৪৭০ মেগা থেকে ৮৬২ মেগা মাত্র। ডিজিটাল প্রযুক্তি আবিস্কারের পর এখন তো একটিমাত্র ফ্রিকুয়েন্সীতেই শত শত চ্যানেল এ্যাকমোডেট করা যায়।)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ মিলিটারি বা অন্যান্য সংস্থার জন্যে নির্ধারিত ফ্রিকুয়েন্সী ব্রডকাষ্টিং ফ্রিকুয়েন্সী হতে নিরাপদ দুরত্বে সেট করা হয় যেন কোনভাবেই এক সার্ভিস অন্য সার্ভিসকে ডিষ্টার্ব না করতে পারে। এমতবস্থায় বাংলাদেশ সরকার

যদি তার একটি ফ্রিকুয়েন্সী কোন প্রাইভেট চ্যানেলের কাছে ভাড়া দেয় তা কোনভাবেই নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হতে পারে না। নয়াদিগন্ত পত্রিকার উচিৎ ছিল- আরও উন্নতমানের ষ্টোরির খোঁজ করা যা বাস্তবতার সাথে ম্যাচ করে।

সংবাদপত্রগুলি কীভাবে ইউএইচএফ, আইটিইউ, সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ইত্যাদি ভোমা ভোমা শব্দ ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, কীভাবে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে প্রচার যুদ্ধ চালিয়ে নিজস্ব মতলব হাসিল করতে তৎপর হয়- আশা করি পাঠকদের কাছে তা স্পষ্ট হয়েছে এতক্ষনে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৯১-৯৬ মেয়াদের বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় বাংলাদেশকে সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হওয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম আমন্ত্রন জানিয়েছিল। তখনও একটি মহল প্রচারণা চালিয়েছিল যে উক্ত সিষ্টেমে সংযুক্ত হলে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বিঘ্নিত হবে, তথ্য পাচার হয়ে যাবে ইত্যাদি। সেই সময় কনসর্টিয়ামে যোগ দিলে বাংলাদেশকে কোন পয়সা ব্যয় করতে হতো না। তৎকালীন সরকার কনসর্টিয়ামের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। অথচ ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে সেই বিএনপিই বেশ কয়েক কোটি ডলার চাঁদা দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়েছে। মিথ্যা প্রপাডান্ডার মাশুল জনগণকে এভাবেই দিতে হয়। ইটিভিকে সরকার টেরিষ্ট্রিয়াল সুবিধা দেবে কিনা তা সরকারী পলিসি'র ব্যপার। ইটিভি যদি কোনভাবে তথ্য গোপন করে কোন ফায়দা হাসিল করতে তৎপর হয়ে থাকে, আইনানুযায়ী তার শাস্তি তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু তথ্য-বিকৃতি তথা তথ্যসন্ত্রাস করে যারা দিনকে রাত কিংবা রাতকে দিন করে ফেলে, সরকারকে ভুল পথে পরিচালিত করতে প্ররোচিত করে- সেইসব ইয়েলো জার্ণালিষ্টদের কোন শাস্তি প্রাপ্য কিনা সে ভার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

ছগীর আলী খাঁন
e-mail: sagirali2001@yahoo.com
তারিখ: ১০ই এপ্রিল, ২০০৭ সাল।